بسم الله الرحمن الرحيم

**নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের ধারাবাহিকতায় সারিয়্যা কুরয বিন জাবের এবং গাযওয়ায়ে যি কারদ—এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন।**

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন সারিয়্যা বা সেনাভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় আজ **সারিয়্যা কুরয বিন জাবের**-এর উল্লেখ করব যা ৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে **উরানিয়্যিনের** সাথে হয়েছিল। কারো কারো মতে এই সেনাভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সাঈদ বিন যায়েদ (রা.), কেউবা আবার বলেছেন, জারির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.), তবে অধিকাংশের বক্তব্য হলো এর নেতা ছিলেন **কুরয বিন জাবের** (রা.)। এ সেনাভিযানের বিবরণ হলো, **উকল ও উরায়না** গোত্রের প্রায় ৮জন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে আবাসন ও খাবার সরবরাহের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি (সা.) তাদেরকে মসজিদে নববীতে অবস্থান করতে বলেন। সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে যায় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু মদীনার আবওহাওয়াতে তারা খাপ খাওয়াতে পারছিল না আর তাদের শারীরিক দুর্বলতাও ছিল। তাই তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উটের চারণভূমিতে থাকার আবেদন করে। আর এভাবে তারা তাঁর (সা.) অনুমতি সাপেক্ষে উটের চারণভূমিতে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার পর সবগুলো উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। তখন মহানবী (সা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস জিসার (রা.) এবং তার কয়েকজন সাথি তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং নাগাল পেয়ে তারা তাদের মোকাবিলা করেন। আর প্রতারকরা তাদেরকে নির্মমভাবে আঘাত করে, তাদের অঙ্গচ্ছেদ করে এবং জিহ্বা ও চোখে সুঁইবিদ্ধ করে যার ফলে তারা সেখানেই শাহদাত বরণ করেন।

তাদের একজন প্রাণে বেঁচে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবগত করলে তিনি (সা.) আনসারের ২০জন অশ্বারোহীকে তাদেরকে ধৃত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এছাড়া তিনি (সা.) তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! চলার পথে তুমি তাদেরকে দিশেহারা করে দাও আর তাদের পথ বন্ধুর করে দাও।** যার ফলে সেদিন বা পরের দিনই কুরয বিন জাবের (রা.)-র দল প্রতারকদের নাগাল পেয়ে তাদেরকে আটক করেন এবং সবাইকে উটের সাথে বেঁধে মদীনায় নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে তদ্রুপ শাস্তিই প্রদান করেছিলেন যেমনটি তারা মুসলমানদের সাথে করেছিল, অর্থাৎ তাদের চোখে সুঁইবিদ্ধ করা হয় এবং বিপরীত দিক থেকে তাদের একটি হাত ও একটি পা কেটে ফেলা হয় আর প্রচণ্ড গরমেও তাদেরকে পানি থেকে দূরে রাখা হয়। এভাবে তারা ধীরে ধীরে মৃত্যু বরণ করে।

হুযূর (আই.) বলেন, বাহ্যত এ সবকিছু দেখে মনে হয় ইসলাম তাদের প্রতি চরম যুলুম করেছে, কিন্তু এটি সেযুগের ঘটনা যখন এ ধরনের অপরাধীর শাস্তি সম্পর্কিত কোনো শিক্ষা ইসলামে অবতীর্ণ হয় নি। তাদের শাস্তি প্রদানের বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, **প্রথম কথা হলো,** অত্যাচারের সূচনা করেছে তারা। অর্থাৎ তারা উটের রাখালদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদেরকে পশুর মত জবাই করেছে। এরপর যতটুকু প্রাণ অবশিষ্ট ছিল সে অবস্থায় তাদের জিহ্বায় মরুভূমির তীক্ষ্ণ কাঁটা বিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও গরম শলাকা তাদের চোখে বিদ্ধ করেছে। **দ্বিতীয়ত,** এ অপরাধের শাস্তি মূসা (আ.)-এর শরীয়ত অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছিল, কেননা তখনও পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কিত কোনো

বিধান অবতীর্ণ হয় নি যে, কোনো ব্যক্তি এমন নৃশংশ অপরাধ করলে তার সাথে কী আচরণ করা হবে। তাই এ ধরনের অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তের যে বিধান ছিল সে অনুযায়ী মহানবী (সা.) নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। **তৃতীয়ত,** এ শাস্তির ধারা ইসলাম পরবর্তীতে আর অব্যাহত রাখে নি, বরং ভবিষ্যতে এরূপ শাস্তি প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এটি প্রমাণ হয় এভাবে যে, পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাসে এরূপ শাস্তিপ্রদানের কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মোটকথা, তাদের অপরাধের কারণে যে শাস্তিই প্রদান করা হয়েছিল তা ছিল কিসাস বা সমান প্রতিশোধস্বরূপ এবং তা তওরাতের বিধান অনুসারে ছিল।

এ বিষয়ে পশ্চিমা গবেষকরা অযথাই আপত্তি করে থাকে অথচ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিরুদ্ধে কালিমা লেপনের কোনো সুযোগ নেই। যদি আপত্তিকারীরা ঈসা (আ.)-এর **'এক গালে থাপ্পর খেলে অন্য গাল পেতে দেওয়ার'**- শিক্ষা উপস্থাপন করে তাহলে তাদের কাছে **আমাদের প্রশ্ন হলো, এ শিক্ষা কি কোনো বিবেকবানের কাছে বাস্তবসম্মত অথবা আজ পর্যন্ত কোনো খ্রিষ্টান দল বা রাষ্ট্র কি এ শিক্ষার ওপর আমল করেছে?** অথচ এর বিপরীতে ইসলাম অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বা অতিরিক্ত ছাড় দেয়ার পন্থা পরিত্যাগ করে সেই মধ্যমপন্থি শিক্ষা প্রদান করেছে যা পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত রচনা করতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ অর্থাৎ, **প্রত্যেক মন্দের প্রতিফল এর অনুরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু ক্ষমা অথবা কোমলতা প্রদর্শন করলে যদি সংশোধনের আশা থাকে তাহলে ক্ষমা করা বা কোমলতা প্রদর্শন করাই শ্রেয়, আর এমনটি করলে তার পুরষ্কার আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে'** (সূরা আশ্ শূরা: ৪১)। কোনো বিবেকবান এটি অস্বীকার করতে পারবে না যে, এটি এমন এক অনুপম শিক্ষা যাতে মানবীয় প্রয়োজনীয়তার সমস্ত দিক দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে আর শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও ইসলাম এই পরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, তা যেন সীমাতিক্রম না করে এবং মুসলা (বা মরদেহের অঙ্গচ্ছেদ) প্রভৃতির ন্যায় পশুচিত আচরণ না করে।

এরপর হুযূর (আই.) **গযওয়ায়ে যি কারাদ**—এর উল্লেখ করেন। এ যুদ্ধাভিযানের সময়কাল সম্পর্কে হাদিস বিশারদ এবং জীবনীকারদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। হাদিস বিশারদগণ এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খয়বারের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন আর জীবনীকারগণ এটিকে গযওয়ায়ে লেহইয়ানের পর হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটিকে খয়বারের তিন দিন পূর্বের ঘটনা বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাহো, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) গযওয়ায়ে যি কারাদ **৭ম হিজরীর মহর্‌রম মাসে** সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এর বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.)-এর ২০টি দুগ্ধজাত উটনী এবং আরো কিছু উটও ছিল যেগুলো চারণভূমিতে চড়ার পর এক রাখাল সন্ধ্যায় দুধ দোহন করে তা মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করতেন। একদিন বনু গাতফানের **উয়ায়না ফাজারী** ৪০জন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে উটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় তারা আবু যার (রা.)-র পুত্র যারকে শহীদ করেছিল, যিনি সেই উটনীগুলোর রাখাল ছিলেন এবং আবু যার (রা.)-র স্ত্রী লায়লাকে বন্দি করে নিয়ে যায়। উয়ায়না সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সে পরিখার যুদ্ধে বনু ফাযারা গোত্রের নেতা ছিল, তবে মক্কা বিজয়ের পর বা কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-র যুগে সে আবার মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এরপর মুসলমানদের হাতে বন্দি অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)-র নিকট এলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন আর সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে।

মহানবী (সা.) আবু যার (রা.)-কে গাবা'র দিকে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেদিকে চলে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, **আবু যার গিফারী (রা.)** উটনীগুলোর চারণভূমিতে যাওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমি তোমার ব্যাপারে এ কারণে শঙ্কিত, কারণ শত্রুরা পাছে এদিক থেকে আবার তোমার ওপর আক্রমণ না করে বসে। কেননা, আমরা উয়ায়না ও তার সঙ্গীদের পক্ষ থেকে নিরাপদ নই। আবু যার (রা.) আবারো জোর দাবি করলে তিনি (সা.) বলেন, **আমার আশঙ্কা হলো, তোমার পুত্র নিহত হবে এবং তোমার স্ত্রীকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হবে আর তুমি একটি লাঠিতে ভর করে ফেরত আসবে।** এরপর ঠিক তদ্রূপই ঘটেছে যেমনটি তিনি (সা.) ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন।

যাহোক, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র কাছে উটনী নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা শুনে **সালমা বিন আকওয়া (রা.)** তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং তাদেরকে নাগালে পেয়ে তাদের ওপর সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করেন। যার ফলে তারা পালিয়ে যায় আর তিনি সবগুলো উট, আরেক বর্ণনামতে কিছু উট ফেরত আনতে সফল হন। যাহোক মহানবী (সা.) সার্বিক বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়ে ঘোষককে অশ্বারোহীদের আহ্বান জানাতে বলেন। ঘোষণা শুনে সাহাবীরা (রা.) এলে তাদের মাঝ থেকে মহানবী (সা.) **হযরত যায়েদ (রা.)**-কে নেতা মনোনীত করে তাদের পিছু ধাওয়া করতে অগ্রে প্রেরণ করেন আর বলেন, **তুমি শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করো যতক্ষণ না আমি তোমাদের সাথে এসে মিলিত হই।** এরপর তিনি (সা.) পাঁচশ' বা সাতশ' সাহাবী নিয়ে স্বয়ং যাত্রা করেন। এ সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন এবং হযরত মিকদাদ (রা.) পতাকা বহন করেছিলেন আর হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে তিনশ' সাহাবী সহ মদীনার সুরক্ষার জন্য রেখে যান। এ অভিযানে সাহাবীরা অনেক সাহসিকতা এবং আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং কতক সাহাবী শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর অশ্বারোহীদের দেখি যাদের মাঝে আখরামও ছিলেন। তারা সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমি আখরামের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরি আর বলি, হে আখরাম! তুমি শত্রুদলের কাছ থেকে সাবধানে থেকো যেন তারা তোমাকে ধ্বংস করতে না পারে। এখন সামনে অগ্রসর হয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না মহানবী (সা.) এবং তার সাথিরা এসে আমাদের সাথে মিলিত হয়। তিনি বলেন, **হে সালমা! যদি তুমি পরকালে ঈমান রাখো আর জানো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য তাহলে আমার ও আমার শাহাদতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িও না।** এরপর তিনি ও আব্দুর রহমান বিন উয়ায়না পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। আখরাম তাকে ও তার ঘোড়াকে আহত করেন আর সে আখরামকে বর্শার আঘাতে শহীদ করে। যদিও তার হত্যাকারী হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় তবে এটি নিশ্চিত যে, তিনি সাহসিকতার সাথে ইসলামের জন্য লড়াই করতে করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, এ যুদ্ধাভিযানের বিবরণ আগামীতেও চলমান থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

**[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]**

**(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)**